উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার।

যে অলঙ্কারে প্রবল সাদৃশ্যবশত উপমেয়কে উপমান বলে উৎকট সংশয় হয় তাকে বলে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার।

যেমন: **ধরণী এগিয়ে আসে দেয় উপহার**
ও যেন কনিষ্ঠা মেয়ে দুলালী আমার।

এখানে ধরণী উপমেয়কে কনিষ্ঠা মেয়ে উপমান বলে উৎকট সংশয় হওয়ায় উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়েছে।

উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার দুই প্রকার।
১) বাচ্যোতপ্রেক্ষা। ২) প্রতীয়মান উৎপ্রেক্ষা।

বাচ্যোতপ্রেক্ষা :

যে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারে সংশয়বাচক শব্দ যেন, বুঝি, মনেহয়, ইত্যাদি উপস্থিত থাকে তাকে বলে **বাচ্যোতপ্রেক্ষা** অলঙ্কার।

যেমন **:** পড়ুক দু ফোঁটা অশ্রু জগতের পরে
যেন দুটি বাল্মীকির শ্লোক**।**
এখানে, উপমেয় অশ্রুকে উপমান বাল্মীকির শ্লোক বলে উৎকট সংশয় হয়েছে এবং যেন সংশয়বাচক শব্দ উপস্থিত আছে। তাই এটি **বাচ্যোতপ্রেক্ষা** অলঙ্কার।

প্রতীয়মান উৎপ্রেক্ষা :

যে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারে সংশয়বাচক শব্দের উপস্থিত থাকে না তাকে বলে প্রতীয়মান উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার।

যেমন : নির্বিষ সর্পের

ব্যর্থ ফণা আস্ফালন,
নিরস্ত্র দর্পের হুহুঙ্কার।

এখানে নির্বিষ সর্পের ব্যর্থ ফণার আস্ফালন উপমেয়টি যেন নিরস্ত্র দর্পের হুহুংকর উপমান।

এখানে যেন শব্দটির অনুপস্থিতিতেও যেনর ভাবটি প্রতীয়মান হয়েছে। তাই এটি প্রতীয়মান উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়েছে।